দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

মুমূর্ষু শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষায় নকল

আ,ন,ম, নূরুল হক

পত্রিকায় প্রকাশিত খবর পড়ে জানতে পারলাম গত ১৪/১১/৯৮ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে পাবলিক পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবনে এক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। শিক্ষামন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানগণ, জাতীয় সংসদের হুইপসহ কয়েকজন সাংসদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তাগণ, জাতীয় দৈনিকগুলোর সাংবাদিক এবং বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বক্তা ও আলোচকগণ পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি বিশেষ করে নকলকে ক্যান্সারের সঙ্গে তুলনা করে নকলের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে ঘৃণার পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষায় নকল নতুন কোন ঘটনা নয়। পরীক্ষায় নকল আগেও হতো এখনও হচ্ছে। আগে নকল করতো হাতে গোনা দু'চারজন। ধরা পড়লে লজ্জায় ঘর থেকে বের হতো না। আর এখন পরীক্ষায় নকল করাটাই বাহাদুরী। নকলে বাধা দিলে সাথে সাথেই শুরু হয় সহিংস তৎপরতা-মারধর, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ। আক্রান্ত বা লাঞ্ছিত হন ম্যাজিস্ট্রেট, অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও পরিদর্শক। আবার ভিন্ন পরিস্থিতির কথাও শোনা যায়। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে শান্ত পরিবেশ কিন্তু চলছে নকল করার এক মহোৎসব। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন,শিক্ষক-শিক্ষিকা, এমনকি পরীক্ষার নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশবাহিনীসহ সকলেই পরীক্ষার্থীদেরকে নকল সরবরাহের এই মহোৎসবে মেতে ওঠেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষাগুলোর অবস্থা আরো ভয়াবহ। কোরআন, হাদিস, ফিকাহ্ ও তাফসীরের পরীক্ষাতেও চলে নকলের এই মহোৎসব। পরীক্ষার্থীদের জুতার ভিতর থেকে কোরানের আয়াত ও হাদিস বইয়ের কাটা অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। এসব আমার মনগড়া কোন কথা নয়। জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত এ ধরনের বিভিন্ন সংবাদ আজ সচেতন দেশবাসীকে এক মহা দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও অনুরূপ দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া সারা দেশেই বলতে গেলে চালু হয়েছে গণটোকাটুকির পরীক্ষা। ফলে এসব পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত মানের ওপর অনেকেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। আর এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণ।

পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারিগণ নকল প্রবণতার মারাত্মক পরিণতিকে মরণব্যাধি ক্যান্সারের সাথে তুলনা করে এর ভয়াবহতা বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছেন। শুধু পাবলিক পরীক্ষাগুলোই নয়- আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাই সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি, রাজনীতি, অজ্ঞতা, দায়িত্বহীনতা, নৈরাজ্য, নিরাশা- এসব কালব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এই মুমূর্ষু শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে তুলে জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে নকলের বিরুদ্ধে শুধু ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। প্রবেশ করতে হবে সমস্যার গভীরে। আঘাত হানতে হবে সমস্যার মূলে। পরীক্ষায় দুর্নীতির মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করতে শুরু করতে হবে ব্যাপক আন্দোলন। শুধু পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে ভাবলেই চলবে না, ভাবতে হবে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির অবনতি ছাড়া উন্নতি কিছুই পরিলক্ষিত হয়নি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে নিম্নোক্ত আটটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ- (১) পাঠ্যসূচীর বিশালত্ব (২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া না হওয়া (৩) শিক্ষকগণের নৈতিক অধঃপতন (৪) সাজেশনভিত্তিক পড়াশোনা (৫) শিক্ষার্থীদের স্বপ্নহীন ভবিষ্যৎ (৬) শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি (৭) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ (৮) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি।

> *মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষাগুলোর অবস্থা আরো ভয়াবহ। কোরআন, হাদিস, ফিকাহ্ ও তাফসীরের পরীক্ষাতেও চলে নকলের এই মহোৎসব। পরীক্ষার্থীদের জুতার ভিতর থেকে কোরানের আয়াত ও হাদিস বইয়ের কাটা অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। এসব আমার মনগড়া কোন কথা নয়। জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত এ ধরনের বিভিন্ন সংবাদ আজ সচেতন দেশবাসীকে এক মহা দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও অনুরূপ দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া সারা দেশেই বলতে গেলে চালু হয়েছে গণটোকাটুকির পরীক্ষা।*

(১) পাঠ্যসূচীর বিশালত্বঃ আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ঘাড়ের উপর পাঠ্যসূচীর যে একটা বিশাল বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাতে তারা কখনও মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। আধুনিকীকরণ করার নামে পাঠ্যসূচীতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে অনেক অনাবশ্যক বিষয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলো শেখার জন্য কম সময় পাচ্ছে। অপরদিকে বিশাল পাঠ্যসূচীর ভারে তাদের মানবিক গুণগুলো বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে নবম ও দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যসূচীর সামাজিক বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

একুশ শতক আমাদের দরজার কড়া নাড়ছে। একুশ শতকে বিজ্ঞানের আরো বিস্ময়কর যুগে পদার্পণ করবে পৃথিবী। পৃথিবীর সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে কম্পিউটারের বিস্ময়কর প্রযুক্তি। সেক্ষেত্রে আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া না হওয়াঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ নামেই শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাকী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাদানের কার্যক্রম খুবই সীমিত। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না বলে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তাদান প্রতিষ্ঠান বললে মোটেও অত্যুক্তি করা হবে না। কারণ এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে তাদেরকে শিক্ষকগণের বাসায় বা কোচিং সেন্টারে পড়ার জন্যে সংযোগ স্থাপন করে দেয়া। নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক নিজের বাসায় বা কোচিং সেন্টারে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে, দুপুরে একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য স্কুল/কলেজ থেকে ঘুরে আসেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা সংক্রান্ত যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করে তা হচ্ছে, শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য তাদের প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম রেজিস্ট্রেশন করা, পরীক্ষার ফরম পূরণ করা এবং সবশেষে পরীক্ষার প্রবেশপত্র বিতরণ করা। এই দায়িত্বগুলো পালনের জন্যে দেশের আনাচে-কানাচে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য কোচিং সেন্টারগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করা হলে দেশের অগণিত ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে ভর্তির অহেতুক ভোগান্তির হাত থেকে বেঁচে যেত। কোচিং সেন্টারে বা শিক্ষকের বাসায় পড়ার মতো যাদের আর্থিক সচ্ছলতা নেই-পরীক্ষা পাসের জন্য পরীক্ষায় নকল করা ছাড়া তাদের আর কোন বিকল্প নেই। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান না করে নকল বন্ধ করার জন্য যতো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক-তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

(৩) শিক্ষকগণের নৈতিক অধঃপতনঃ আমাদের শিক্ষার মুমূর্ষু অবস্থার জন্য দেশের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীও কম দায়ী নন। শিক্ষকগণ দেশের সবচেয়ে আদর্শবান নাগরিক। অথচ আজ তাঁদের একটা বিরাট অংশের নৈতিকতায় লেগেছে পদ্মা নদীর ধস। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানে আজ তাঁদের চরম অনীহা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. ইকবাল মাহমুদ কিছুদিন আগে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন যে, অনেক শিক্ষক ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রেণীকক্ষে ভুল পড়ান যাতে ছাত্র-ছাত্রীগণ তাঁর কাছে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়। তাছাড়া বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরীক্ষায় বিশেষ সুযোগ প্রদান যেমন অসুস্থতা দেখিয়ে পৃথক কক্ষে পরীক্ষা নেয়া, খাতা বদল করা এসব অনৈতিক কাজেও আমাদের সম্মানিত শিক্ষকগণের কিছু অংশ জড়িত বলে শোনা যায়। সরিষার ভুত আগে তাড়াতে হবে। নইলে নকল বন্ধের সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে।

(৪) সাজেশনভিত্তিক পড়াশোনাঃ সাজেশনভিত্তিক পড়াশোনা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বড় ব্যর্থতা। বইয়ের দোকানগুলোতে তাকালে চোখে পড়ে একশো ভাগ নিশ্চয়তার সাজেশনসহ গাইড বইয়ের ছড়াছড়ি। শিক্ষকগণের মধ্যে যাঁর সাজেশন যত বেশী কমন পড়ে -শিক্ষক হিসেবে তিনি তত বেশী সফল। প্রাইভেট পড়ার জন্যে তাঁর কাছেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় বেশী। সাজেশনের বাইরে প্রশ্ন এলেই ছাত্র-ছাত্রীগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরীক্ষার হল ছেড়ে দলবেঁধে নেমে আসে রাজপথে। গাড়ি ভেঙ্গে প্রশ্ন কমন না পড়ার আক্রোশ মিটায়। শান্তি নিকেতনের বিদ্যালয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা প্রশ্ন করেছিলেন। পরীক্ষার হলে বইয়ের সাহায্য নেয়ার অনুমতি দেয়া ছিল। তবু অনেক ছাত্র-ছাত্রী সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে ব্যর্থ হয়েছিল। পৃথিবীর অনেক দেশেই Open Book System বা পরীক্ষার হলে রেফারেন্স বই ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। বই সঙ্গে থাকলেই যে পরীক্ষার হলে সব প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাকভাবে লিখা যাবে তা ঠিক নয়। এজন্য দরকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা। কাজেই প্রশ্নপত্রের ধারা পাল্টিয়ে খুব সহজেই পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা সম্ভব। তবে এজন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনেক আগে থেকেই সেভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

(৫) শিক্ষার্থীদের স্বপ্নহীন ভবিষ্যৎঃ আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে নেই কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। লেখাপড়া শেষ করে বিশাল বেকার বাহিনীতে যোগ দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় তাদের নেই। ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখেই ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তাই শিক্ষা গ্রহণ তাদের কাছে বড় কথা নয়- বড় কথা হচ্ছে কোন উপায়ে পরীক্ষা পাসের একটা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা। তাই তারা পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নেয়।

(৬) শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতিঃ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোও কম দায়ী নয়। শিক্ষা বোর্ডগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে দুর্নীতির সীমাহীন অভিযোগ। পরীক্ষার্থীদেরকে উত্তরপত্রের গোপন সংকেতসহ পরীক্ষকের ঠিকানা সরবরাহ, ট্যাবুলেশন সিটে নম্বর পরিবর্তন, পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করে নকলে সহায়তা এসব নানা অভিযোগ শোনা যায় শিক্ষা বোর্ডগুলোর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠিত হবার খবর জানা গেলেও কাউকে শাস্তি প্রদানের কোন খবর শোনা যায় না।

(৭) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতিমুক্ত করতে না পারলে এদেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ কখনও ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য ও পরীক্ষার দুর্নীতির বিরুদ্ধে মোটেও সোচ্চার নয়। নকলের জন্য কোন পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করলে রাজনৈতিক চাপে পুনরায় তা চালু করতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পরস্পরে যতই বিরোধ থাকুক না কেন পরীক্ষায় নকল করার বিষয়ে তারা সব সময় দৃঢ় ঐকমত্যের পরিচয় দেয়।

(৮) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিঃ পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার জন্য দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে আরো তৎপর ও শক্তিশালী করতে হবে। থানা পর্যায়ের নীচে কোথাও কোন পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা উচিত হবে না।

এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে শুধ আমাদের মমর্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষায় বিদ্যমান সমস্যাগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। মুমূর্ষু শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় একদিনের কর্মশালায় উদ্ভাবন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। এই ভয়াবহ সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণীজনদেরকে নিয়ে একত্রে বসে উপায় বের করতে হবে। □